দ্বিতীয় অধ্যায়: ব্রিটিশ শাসন

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাসহ ভারতে এক ধরনের শাসন বিদ্যমান ছিল। এখানে কোন শাসনের কথা বলা হয়েছে? বাংলায় উক্ত শাসনের প্রভাব চারটি বাক্যে লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: ব্রিটিশ শাসনের কথা বলা হয়েছে।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের চারটি প্রভাব:

১. 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি এবং অঞ্চলভেদে বিভেদ সৃষ্টি হয়।

২. অনেক কারিগর বেকার ও অনেক কৃষক গরিব হয়ে যায় এবং বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

৩. নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয়।

৪. সড়কপথ ও রেলপথ উন্নয়ন এবং টেলিগ্রাফ প্রচলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়।

প্রশ্ন-খ. ১৮৫৭ সালে সংঘটিত একটি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বাহাদুর শাহ পার্কে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। বিদ্রোহটির নাম কী? কার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ শুরু হয়? উক্ত বিদ্রোহটির তিনটি কারণ লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: বিদ্রোহটির নাম সিপাহি বিদ্রোহ।

মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়।

সিপাহি বিদ্রোহের তিনটি কারণ:

১. সেনাবাহিনীতে সিপাহি পদে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য ছিল।

২. ভারতের বিভিন্ন এলাকার সৈন্যদের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল।

৩. ১৮৫৬ সালের পর ভারতের বাইরেও সৈন্যদের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-গ. ব্রিটিশ শাসনের দুইটি ভালো ও তিনটি খারাপ দিক লেখ। *[প্রা.শি.স.প. ২০১৬]* ২+৩ = ৫

উত্তর: ব্রিটিশ শাসনের দুটি ভালো দিক–

১. নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয়।

http://teachingbd.com

২. শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের তিনটি খারাপ দিক হলো—

১. 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি এবং অঞ্চলভেদে বিভেদ সৃষ্টি হয়।
২. অনেক কারিগর বেকার ও অনেক কৃষক গরিব হয়ে যায় এবং বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।
৩. অল্প সংখ্যক জমিদার শ্রেণি অনেক জমির মালিক হন এবং বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরিব হয়ে যায়।

প্রশ্ন-ঘ. বাংলার শিক্ষা ও অর্থনীতিতে ব্রিটিশদের প্রভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ। *[প্রা.শি.স.প. ২০১৫]* ৫

উত্তর: বাংলার শিক্ষা ও অর্থনীতিতে ব্রিটিশদের প্রভাব সম্পর্কিত পাঁচটি বাক্য হলো—

১. ইংরেজদের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়।
২. শিক্ষা বিস্তারে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. আধুনিক ও ইংরেজি শিক্ষার ফলে এদেশে ক্রমে একটা ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে ওঠে।
৪. ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি ও এককালের তাঁতশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।
৫. বাংলার শিল্প, বাণিজ্যও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন-ঙ. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের গুরুত্ব পাঁচটি বাক্যে লেখ। *[প্রা.শি.স.প. ২০১৫]* ৫

উত্তর: ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের গুরুত্ব পাঁচটি বাক্যে নিচে লেখা হলো—

১. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ছিল প্রথম ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম।
২. এই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।
৩. সিপাহি বিদ্রোহে বিদ্রোহীরা পরাজিত হলেও এর ফলেই কোম্পানির শাসনের অবসান হয়।
৪. শুরু হয় ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়ার শাসন।
৫. জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার কোনো বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করবে না বলে রানি ভিক্টোরিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রশ্ন-চ. বাংলায় নব জাগরণের ফলাফল কী ছিল? পাঁচটি বাক্যে লেখ। *[প্রা.শি.স.প. ২০১৫]* ৫

উত্তর: বাংলায় নবজাগরণের ফলাফল ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নিচে পাঁচটি বাক্যে তা লেখা হলো—

১. উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে।
২. ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।
৩. পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়।
৪. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলায় তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।
৫. ১৯০৬ সালে 'ভারতীয় মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

http://teachingbd.com